

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

45676 - শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার বস্ত্‌তারতি ববিরণ

প্রশ্ন

শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা সম্‌পর্ক্‌কে বস্ত্‌তারতি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নমিনোক্‌ত বাণীতে শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা বর্ষণনা করছেন: “তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবনে না, কন্‌তু, যসেব শপথ তোমরা ইচ্ছা করে কর সগেলের জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবনে। তারপর এর কাফ্ফারা দশজন দরদিরকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরজিনদেরকে খতে দাও, বা তাদেরকে বস্‌ত্রদান, ক্‌থিবা একজন দাস মুক্‌তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নহে তার জন্য তিনি দিনি সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ষণনা করনে, যাতো তোমরা শোকের আদায় কর”। [সূরা মায়দি, আয়াত: ৮৯]

সুতরাং একজন মানুষ তিনিটি বিষয়ের মধ্যে যো কোন একটি বাছাই করে নতি পোনে:

১। দশজন মসিকীনকে খাবার খাওয়ানো। নজিরে ফ্যামলিকি যো ধরনের খাবার খাওয়ানো হয় সো ধরণের মধ্যম মানের খাবার। প্রত্যকে মসিকীনকে দেশীয় খাদ্যদ্রব্যেরে অর্ধ সা' দতি হবো। যমেন- চাল বা এ জাতীয় অন্য ক্‌ছু। অর্ধ সা'এর পরিমাণ হচ্ছো প্রায় দড়ে কলিগ্‌রাম। যদি কোন দেশে ভাতের সাথে তরকারি খাওয়ার প্রচলন থাকে, অনকে দেশে এটাকে তাবখি (রান্নাক্‌ত) বলা হয় সকেষতেরে চালের সাথে তাদেরকে তরকারী বা গশেত দয়ো উচতি। আর যদি দশজন মসিকীনকে একত্রতি করে দুপুর বা রাতেরে খাবার খাওয়ানো হয় তাহলে সটোও যথেষ্ট।

২। দশজন মসিকীনকে বস্‌ত্র দান করা। যো কাপড় দিয়ে নামায আদায় করা যায় প্রত্যকে মসিকীনকে এমন ড্রসে দতি হবো। পুরুষদেরে জন্য জামা (জুব্বা) ক্‌থিবা লুঙ্‌গা ও চাদর। আর নারীদেরে জন্য গটো দহে আচ্ছাদনকারী পোশাক এবং ওড়না।

৩। একজন ঈমানদার ক্‌রীতদাস আদায় করা।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে ব্যক্তির এর কোনটি করার সামর্থ্য নেই সে ব্যক্তি লাগাতার তিনদিন রোযা রাখবে।

জমহুর আলমেরে অভিমত হচ্ছে- নগদ অর্থ দিয়ে কাফ্ফারা দিলে আদায় হবে না।

ইবনে কুদামা বলেন: কাফ্ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে খাদ্য কিংবা বস্ত্রের মূল্য দিয়ে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা আল্লাহ্ খাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সুতরাং অন্য কিছু দিয়ে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা তিনটি পদ্ধতি থেকে একটি চয়ন করার সুযোগ দিয়েছেন। যদি মূল্য দোয়া জায়যে হত তাহলে তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোন অর্থ থাকে না। [ইবনে কুদামা এর আল-মুগনি (১১/২৫৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায় (রহঃ) বলেন: কাফ্ফারা অবশ্যই খাদ্য হতে হবে; অর্থ নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাহতে খাদ্যের কথাই এসেছে। আবশ্যিকীয় পরিমাণ হচ্ছে- অর্থ সা' দেশীয় খাদ্যদ্রব্য; যমেন- খজুর, গম ইত্যাদি। আধুনিক পরিমানে হিসাবে প্রায় দেড় কলিগোঁরাম। আর যদি আপনি তাদেরকে দুপুরের খাবার খাইয়ে দেন বা রাতের খাবার খাইয়ে দেন কিংবা পোশাক পরিয়ে দেন, যে পোশাক দিয়ে নামায পড়া জায়যে হবে সেটোও যথেষ্ট। এমন পোশাক হচ্ছে- একটা জামা (জুব্বা) কিংবা একটা লুঙা ও চাদর। [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৩/৪৮১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন: যদি কেউ ক্রীতদাস না পায়, পোশাক বা খাবার দিতে না পারে তাহলে সে তিনদিন রোযা রাখবে। এ রোযোগুলো লাগাতরভাবে রাখতে হবে। মাঝে কোনদিন রোযা ভাঙা যাবে না। [ফাতাওয়া মানারুল ইসলাম (৩/৬৬৭)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।